সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড এর ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানি পরিচালক-পর্ষদের প্রতিবেদন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ
আসসালামু আলাইকুম।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর পরিচালক পর্ষদ কোম্পানির ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে ৩০শে জুন ২০২০ খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের পরিচালকমন্ডলী ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের নিকট বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে পেরে সম্মানিত বোধ করছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড এর ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভাটি অন্য বছরের চেয়ে বিশেষ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এ বছরটি হচ্ছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল ওয়েল হতে ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। তন্মধ্যে, রশিদপুর ও কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্র দু'টি বর্তমানে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড এর অন্তর্ভুক্ত। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে। সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড এর এ বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালনা পর্ষদ জাতির পিতার এ অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে।

সেই যুগান্তকারী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ (উন্নয়নশীল রাষ্ট্র) ও রূপকল্প-২০৪১ (উন্নত রাষ্ট্র) এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ অর্জনে জ্বালানির চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার এক দশকে অব্যাহতভাবে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে, যা বিশ্বে এক অনুসরণীয় রোল মডেল।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ধারায় প্রাকৃতিক গ্যাসের অবদান অপরিসীম। পরিবেশ-বান্ধব ও মূল্য-সাশ্রয়ী হওয়ায় দেশে প্রাথমিক জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে । ১৯৫৫ সালে সিলেট (হরিপুর) ফিল্ডে দেশের প্রথম গ্যাস আবিষ্কার ও ১৯৬০ সালে ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহের মধ্য দিয়ে এ ভূখন্ডে জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার শুরু হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের আবিষ্কার, উত্তোলন ও সরবরাহের প্রতিটি ধাপে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড এর নিবিড় সম্পৃক্ততা রয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পেট্রোবাংলার আওতাভুক্ত গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড দেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের আবিষ্কার, উৎপাদন ও বহুমুখী ব্যবহারের ক্ষেত্রে গত পাঁচ যুগ ধরে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড এর উৎপাদিত গ্যাসের সাথে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কনডেনসেট উৎপাদিত হয়, যা কোম্পানির জন্মলগ্ন হতে নিজস্ব ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন ও বিপণন করা হয়। শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেড এর আওতাধীন বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্রে গ্যাসের সহজাত হিসেবে প্রাপ্ত কনডেনসেট সুষ্ঠু ইভাকুয়েশনের নিমিত্ত সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এসজিএফএল'র রশিদপুর গ্যাসক্ষেত্রের নিকটবর্তী স্থানে দুই পর্যায়ে দৈনিক মোট ৩৭৫০ ব্যারেল ক্ষমতার ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট স্থাপন করা হয়, যা ২০০৯ সাল হতে উৎপাদনে রয়েছে। বিবিয়ানা ফিল্ডের এক্সপ্যানশন/মোডিফিকেশনের ফলে বর্ধিত হারে উৎপাদিত কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণের জন্য দ্বিতীয় ধাপে রশিদপুরে দৈনিক ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতার আরো একটি ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে, যা সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে উৎপাদনে আছে। উক্ত দু'টি প্লান্টের মাধ্যমে উৎপাদিত পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন দেশের আমদানি নির্ভর তরল জ্বালানির চাহিদা পূরণে অবদান রাখছে। এছাড়া, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিদ্ধান্ত ও পেট্রোবাংলার নির্দেশনা মোতাবেক জুন, ২০২০ পর্যন্ত সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড এর ফিল্ডসমূহ হতে এবং শেভরনের বিবিয়ানা ও জালালাবাদ ফিল্ড হতে উৎপাদিত কনডেনসেট বেসরকারি পর্যায়ে নির্মিত মোট ১০ (দশ)টি ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট-কে (কনডেনসেট ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি অনুযায়ী) সরবরাহ করা হয়। এ ১০টি বেসরকারি ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের অনুকূলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে কনডেনসেট বরাদ্দ প্রদান না করায় জুলাই, ২০২০ হতে এসজিএফএল-এর বিভিন্ন স্থাপনা থেকে কনডেনসেট সরবরাহ বন্ধ আছে। পরবর্তীতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে এ্যাকোয়া রিফাইনারী লিমিটেড ও সুপার পেট্রোকেমিক্যাল লিমিটেড এর অনুকূলে কনডেনসেট বরাদ্দ প্রদান করায় সেপ্টেম্বর, ২০২০ হতে কনডেনসেট সরবরাহ করা হচ্ছে।

বর্তমান বৈশ্বিক করোনা মহামারি (কোভিড-১৯) সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় গত ২৫ মার্চ ২০২০ থেকে সাধারণ ছুটির আওতায় এসজিএফএল-এর সকল দাপ্তরিক কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও জনগুরুত্ব বিবেচনায় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে গ্যাস, তেল উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম বিশেষ ব্যবস্থায় চালু রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ৩১-০৫-২০২০ তারিখ হতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এসজিএফএল-এর প্রধান কার্যালয়সহ সকল অফিস/স্থাপনা খুলে দেয়া হয়। উক্ত সময়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণে আবশ্যিকভাবে সার্বক্ষণিক মাস্ক পরিধান করা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, গেইটে থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করে অফিসে প্রবেশের অনুমতি দেয়া, অফিস কক্ষ ও সংযুক্ত বাথরুম পরিষ্কার রাখা, নিজের টেবিল এবং এর আশপাশ ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিষ্কার রাখা, সকল বাথরুমে হ্যান্ড ওয়াশ/সাবান রাখা, ঘন ঘন সাবান পানি বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করা ইত্যাদি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়। এছাড়া, কোম্পানির যানবাহন ব্যবহার করে অফিসে যাতায়াতকালীন সকলকে আবশ্যিকভাবে মাস্ক পরিধান করা এবং যানবাহন জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

১.০ উৎপাদনশীল গ্যাস ক্ষেত্রগুলোর সার্বিক অবস্থা

এসজিএফএল-এর পরিচালনাধীন ৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের ১১টি কূপের মাধ্যমে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে প্রায় ১১৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদিত হয়। কোম্পানির কার্যপরিসীমায় উৎপাদনরত ৪টি গ্যাসক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

হরিপুর গ্যাস ফিল্ড

১৯৫৫ সালে হরিপুরে আবিষ্কৃত প্রথম গ্যাসক্ষেত্রে এ যাবৎ মোট ৮টি কূপ খনন করা হয়েছে। সর্বশেষ M/s. Schlumberger Seaco Inc. কর্তৃক সম্পাদিত ৩-ডি সাইসমিক রিভিউ প্রতিবেদন অনুযায়ী হরিপুর ফিল্ডের প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ৪০৬ বিলিয়ন ঘনফুট। ২০২০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ ফিল্ড হতে উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ২১৬.৫০ বিলিয়ন ঘনফুট, যা উত্তোলনযোগ্য মজুদের শতকরা ৫৩.৩২ ভাগ।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ ফিল্ডের উৎপাদনরত ১টি কূপ হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৪ মিলিয়ন ঘনফুট হারে উৎপাদিত গ্যাস ১টি সিলিকাজেল প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ (জেজিটিডিএসএল)-কে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া উক্ত ফিল্ডে দৈনিক প্রায় ১৫ ব্যারেল হারে উৎপাদিত কনডেনসেট নিজস্ব ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করে প্রাপ্ত পেট্রোল ও কেরোসিন বিপিসি'র আওতাধীন বিপণন কোম্পানিগুলোকে সরবরাহ করা হয়।

কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ড

১৯৬১ সালে আবিষ্কৃত এ গ্যাসক্ষেত্রে এ যাবৎ মোট ৭টি কূপ খনন করা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ডের প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ১,২৩৭.৬০ বিলিয়ন ঘনফুট। ২০২০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ ফিল্ড হতে উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ৭৬৩.৮৭ বিলিয়ন ঘনফুট, যা উত্তোলনযোগ্য মজুদের শতকরা ৬১.৭২ ভাগ।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ ফিল্ডের উৎপাদনরত ৪টি কূপ হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৫৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে উৎপাদিত গ্যাস ১টি সিলিকাজেল ও ১টি এমএসটিই প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ ও উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইনে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া, গ্যাসের সাথে উৎপাদিত দৈনিক প্রায় ৪৮২ ব্যারেল কনডেনসেট হতে নিজস্ব ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করে প্রাপ্ত পেট্রোল ও ডিজেল বিপিসি'র আওতাধীন বিপণন কোম্পানিসমূহকে সরবরাহ করা হয়। এমএসটিই প্লান্টের মাধ্যমে উৎপাদিত গড়ে দৈনিক প্রায় ৩৮০ ব্যারেল এনজিএল আরপিজিসিএল-কে সরবরাহ করা হয়, যা থেকে এলপিজি ও পেট্রোল উৎপাদিত হয়।

রশিদপুর গ্যাস ফিল্ড

১৯৬০ সালে আবিষ্কৃত এ গ্যাসক্ষেত্রে মোট ১১টি কূপ খনন করা হয়। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডের প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ১,৮৫৩ বিলিয়ন ঘনফুট। ২০২০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ ফিল্ড হতে উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ৬৫৪.০৭ বিলিয়ন ঘনফুট, যা উত্তোলনযোগ্য মজুদের শতকরা ৩৫.৩০ ভাগ।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ ফিল্ডের উৎপাদনরত ৫টি কূপ হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৪৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে উৎপাদিত গ্যাস ৩টি সিলিকাজেল ও ১টি গ্লাইকল ডিহাইড্রেশন প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইনে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া, গ্যাসের উপজাত হিসেবে গড়ে দৈনিক প্রায় ৪৮ ব্যারেল হারে কনডেনসেট উৎপাদিত হয়।

বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড

১৯৮১ সালে আবিষ্কৃত এ গ্যাসক্ষেত্রে মোট ২টি কূপ খনন করা হয়। আরপিএস-২০০৯ এর সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ডের প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ২০৩ বিলিয়ন ঘনফুট। ২০২০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ ফিল্ড হতে উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ১০০.০১ বিলিয়ন ঘনফুট, যা উত্তোলনযোগ্য মজুদের শতকরা ৪৯.২৭ ভাগ।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ ফিল্ডের উৎপাদনরত ১টি কূপ হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে উৎপাদিত গ্যাস ১টি সিলিকাজেল প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ-কে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া, গ্যাসের সাথে গড়ে দৈনিক প্রায় ১৩২ ব্যারেল হারে কনডেনসেট উৎপাদিত হয়।

১.১ পরিচালন কার্যক্রম

কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন ৪টি উৎপাদনশীল গ্যাস ফিল্ড যথা: সিলেট (হরিপুর), কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও বিয়ানীবাজার ফিল্ডের উৎপাদনরত মোট ১১টি গ্যাস কূপ হতে গ্যাস উৎপাদন করা হয়। শেভরন পরিচালিত বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের উৎপাদিত কনডেনসেটের একাংশ রশিদপুরে স্থাপিত ২টি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের মাধ্যমে বিভাজন করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করা হয়। এছাড়া, কোম্পানিতে উৎপাদিত গ্যাস-সহজাত কনডেনসেটের কিয়দংশ হরিপুর ও কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ডে অবস্থিত দু'টি ফ্র্যাকশনেশন ইউনিটে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পেট্রোল, কেরোসিন ও ডিজেল উৎপাদন করা হয়। এতদ্ব্যতীত, এসজিএফএল-এর নিজস্ব কনডেনসেটের অংশবিশেষ এবং এসজিএফএল-এর ব্যবস্থাপনায় পৃথক চুক্তির আওতায় বাপেক্সের ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ডে উৎপাদিত গ্যাসের সহজাত কনডেনসেট এবং শেভরনের বিবিয়ানা, জালালাবাদ ও মৌলভীবাজার গ্যাস ফিল্ডের উৎপাদিত কনডেনসেটের একাংশ বেসরকারি ১০টি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের নিকট সরবরাহ/বিক্রয় করা হয়। সিলেটের কৈলাশটিলায় স্থাপিত দেশের একমাত্র মলিক্যুলার-সীভ টার্বো-এক্সপ্যান্ডার প্লান্টের মাধ্যমে আহরিত এনজিএল পেট্রোবাংলার অন্যতম কোম্পানি আরপিজিসিএল-এর নিকট সরবরাহ করা হয়।

১.২ প্রক্রিয়াকরণ প্লান্টসমূহের বিবরণ

ফিল্ডসমূহে স্থাপিত বিভিন্ন ধরনের প্রসেস প্লান্ট ও কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক) গ্যাস প্রসেস প্লান্ট

গ্যাস ফিল্ডের নাম	বিদ্যমান প্রসেস প্লান্ট			
	প্লান্টের ধরণ (স্থাপনকাল)	প্লান্টের সংখ্যা	বর্তমান প্রসেসিং ক্ষমতা (মিলিয়ন ঘনফুট/দিন)	পণ্য
হরিপুর	সিলিকাজেল (১৯৬০-৬১)	১	২৫	গ্যাস, হেভী কনডেনসেট, লাইট কনডেনসেট
কৈলাশটিলা	সিলিকাজেল (১৯৮২-৮৩)	১	২৫	
	এমএসটিই (১৯৯২-৯৫)	১	৮০	গ্যাস, হেভী কনডেনসেট, এনজিএল
রশিদপুর	সিলিকাজেল (১৯৯১-৯৩, ১৯৯৯-২০০০)	৩	১৩০	গ্যাস, হেভী কনডেনসেট, লাইট কনডেনসেট
	গ্লাইকল (১৯৯১-৯৩)	১	৫০	
বিয়ানীবাজার	সিলিকাজেল (১৯৯৯)	১	৪০	

খ) কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট

স্থাপনার নাম	বিদ্যমান প্রসেস প্লান্ট			
	প্লান্টের স্থাপনকাল	ইউনিটের সংখ্যা	বর্তমান প্রসেসিং ক্ষমতা (ব্যারেল/দিন)	পণ্য
৪০০০ বিপিডি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট	২০১৯	১	৪০০০	পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন
রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট (আরসিএফপি)	২০০৯	১	২৫০০	পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন
	২০১২	১	১২৫০	
হরিপুর ডিস্টিলেশন ইউনিট	১৯৬১	১	৬৮	পেট্রোল, কেরোসিন
কৈলাশটিলা ফ্র্যাকশনেশন ইউনিট	১৯৮৩	১	৩০০	পেট্রোল, ডিজেল

২.০ উৎপাদন পরিসংখ্যান

২.১ প্রাকৃতিক গ্যাস

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সিলেট (হরিপুর), কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ডের ১১টি কূপ হতে দৈনিক প্রায় ১১৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে সর্বমোট ৪২.১৪ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন ও তৎপূর্ববর্তী অর্থবছরের ফিল্ডভিত্তিক গ্যাস উৎপাদন পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হলো:

ফিল্ড	২০১৯-২০২০		২০১৮-২০১৯	
	উৎপাদনরত কূপ (কূপ নং)	মোট উৎপাদন (এমএমসিএফ)	উৎপাদনরত কূপ (কূপ নং)	মোট উৎপাদন (এমএমসিএফ)
সিলেট(হরিপুর)	১টি (৭)	১৩৫৯.৬৫৭	১টি (৭)	১৫০১.৪৮৪
কৈলাশটিলা	৪টি (২, ৩, ৪, ৬)	২০১৮৯.২৫৭	৫টি (১,২,৩,৪, ৬)	২২৯১০.৮৭১
রশিদপুর	৫টি (১, ৩, ৪, ৭, ৮)	১৭৫৩১.৮৭৫	৫টি (১,৩,৪,৭ ও ৮)	১৮৬০৩.৭৮৭
বিয়ানীবাজার	১টি (২)	৩০৫৯.৩৪৯	১টি (২)	৩২০৬.৪৪৪
মোট:	**১১টি**	**৪২১৪০.১৩৮**	**১২টি**	**৪৬২২২.৫৮৬**

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের তুলনায় কোম্পানির মোট গ্যাস উৎপাদন ৪০৮২.৪৪৮ মিলিয়ন ঘনফুট হ্রাস পেয়েছে। সাধারণভাবে কোম্পানির আওতাধীন সকল কূপ হতেই গ্যাস উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। পানি উৎপাদন বিভিন্ন মাত্রায় বৃদ্ধির কারণে কতিপয় কূপ হতে গ্যাস উৎপাদনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

২.২ কনডেনসেট ও ন্যাচারাল গ্যাস লিক্যুইডস (এনজিএল)

২০১৯-২০২০ অর্থবছর ও পূর্ববর্তী অর্থবছরের ফিল্ডভিত্তিক কনডেনসেট ও এনজিএল উৎপাদন পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

(কিলোলিটার)

ফিল্ড	২০১৯-২০২০			২০১৮-২০১৯		
	হেভী কনডেনসেট	লাইট কনডেনসেট	এনজিএল	হেভী কনডেনসেট	লাইট কনডেনসেট	এনজিএল
সিলেট (হরিপুর)	৮৮৪.১০১	৬৯৬.৬৫৪	-	৯৫৫.৭৫৩	৭২৯.১০০	-
কৈলাশটিলা	২৭৯৩৪.০৯৪	১৩৯.৭৭৯	২২১১০.০০০	৩০৯১৮.৯৭৪	২৩৯.৭৬২	২৭৩০৫.০০০
রশিদপুর	৭৯৪.০৭৩	২০০৫.০৮২	-	১০৭২.৬০০	১৩৭০.৭৬০	-
বিয়ানীবাজার	৭৬০৫.১৪৯	৯৮.৬৪৭	-	৭৭৮২.৯০০	২৮৪.৫০৮	-
মোট:	**৩৭২১৭.৪১৭**	**২৯৪০.১৬২**	**২২১১০.০০০**	**৪০৭৩০.২২৭**	**২৬২৪.১৩০**	**২৭৩০৫.০০০**
কনডেনসেট (হেভী+লাইট)	**৪০১৫৭.৫৭৯**			**৪৩৩৫৪.৩৫৭**		

২.৩ পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন

শেভরন বাংলাদেশ-এর বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের কনডেনসেট এসজিএফএল-এর রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট (আরসিএফপি) এবং রশিদপুরে অবস্থিত নবনির্মিত ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট (৪০০০ বিপিডি সিএফপি)-এ বিভাজন করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন পাওয়া যায়। এছাড়া, হরিপুর ও কৈলাশটিলা ফিল্ডে অবস্থিত দু'টি ফ্র্যাকশনেশন ইউনিটে কোম্পানির নিজস্ব কনডেনসেটের অংশবিশেষ বিভাজন করা হয়। এসব ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টসমূহে এ অর্থবছরে উৎপাদিত পেট্রোল (সরাসরি পেট্রোল হিসেবে বাজারজাতযোগ্য সিলেট ও কৈলাশটিলা ফিল্ডে উৎপাদিত লাইট কনডেনসেট এবং রশিদপুর ও বিয়ানীবাজার ফিল্ড হতে আরসিএফপি-তে সরবরাহকৃত লাইট কনডেনসেটসহ), ডিজেল ও কেরোসিন-এর ফিল্ডভিত্তিক উৎপাদন পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হলো:

(কিলোলিটার)

ফিল্ড	২০১৯-২০২০			২০১৮-২০১৯		
	পেট্রোল	ডিজেল	কেরোসিন	পেট্রোল	ডিজেল	কেরোসিন
৪০০০ বিপিডি সিএফপি	১৩৪৮৫৫.৪৩২	১০৯৬৫.৭৮৭	১৮৯৫৮.৯৩৯	৯৪৩৯৩.৪৩৩	৮৩৯৬.৩৯২	১৩৫৮৩.৬০০
আরসিএফপি	৩৮০০৩.২৪৮	৪৪৬৬.২৪৬	৪০৭৩.৭৭২	৬৯১১০.৬২৯	৫৮৫১.৫২১	৯২৬২.৮৪৫
সিলেট (হরিপুর)	১৩৪৬.২৫৬	-	২৩৫.৬২১	১৪৪৫.৮২৫	-	২৩৪.৭০২
কৈলাশটিলা	৭০৫৩.৫২২	৩৫৫৪.৩১০	-	৮৩৬৮.৫৬৪	৬৭৭২.৬৭২	-
মোট:	১৮১২৫৮.৪৫৮	১৮৯৮৬.৩৪৩	২৩২৬৮.৩৩২	১৭৩৩১৮.৪৫১	২১০২০.৫৮৫	২৩০৮১.১৪৭

৩.০ বিক্রয় পরিসংখ্যান

৩.১ প্রাকৃতিক গ্যাস

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড প্রদত্ত বিভাজন অনুযায়ী জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এবং কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড-এর নিকট ৪১,৭১৫.৩২৭ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস বিক্রয় এবং নিজস্ব ব্যবহার ও বৈদ্যুতিক জেনারেটরসমূহের জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত ১৭৫.৯২৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসসহ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সর্বমোট ৪১,৮৯১.২৫৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস বিক্রয় করা হয়। এছাড়া এ অর্থবছরে গ্যাস প্রসেস প্লান্ট পরিচালনার কাজে (প্রসেস হিটার ও কম্প্রেসর ফুয়েল হিসেবে) ২৪৮.৮৮৪ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল মোট ৪৫,৮৫১.২১৮ মিলিয়ন ঘনফুট।

৩.২ পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কোম্পানির বিয়ানীবাজার, কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও হরিপুর গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস-সহজাত হেভী ও লাইট কনডেনসেট বিক্রয়ের পরিমাণ ২৫,৯১৫.৫৫ কিলোলিটার। বাপেক্সের ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ডের ৮১ কিলোলিটার কনডেনসেট, জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিঃ এর ৯ কিলোলিটার কনডেনসেট এবং শেভরন বাংলাদেশ-এর বিবিয়ানা, মৌলভীবাজার ও জালালাবাদ গ্যাসক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত ৫৪,১৬২ কিলোলিটার কনডেনসেট এসজিএফএল-এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় হ্যান্ডলিং করে বেসরকারি পর্যায়ে নির্মিত ১০টি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট এর নিকট সরবরাহ করা হয়েছে। অর্থাৎ দেশে বেসরকারি পর্যায়ে নির্মিত এবং এসজিএফএল-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ ১০টি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট এর নিকট এ অর্থবছরে কোম্পানির নিজস্ব এবং জালালাবাদ গ্যাস, বাপেক্সের ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ড ও আইওসি হতে সংগ্রহ করে বিক্রিত কনডেনসেটের পরিমাণ ৮০,১৬৭.৫০ কিলোলিটার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় (১০১,৮৮৪.৫০-৮০,১৬৭.৫০) = ২১,৭১৭.০০ কিলোলিটার বা শতকরা ২১.৩১ ভাগ কম। আরসিএফপি, ৪০০০ ব্যারেল সিএফপি, কৈলাশটিলা ও হরিপুর স্থাপনার ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের মাধ্যমে কনডেনসেট প্রক্রিয়া করে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পেট্রোল ১৭৯,১১৬.২৬ কিলোলিটার, ডিজেল ১৯,৫১৬.৬৮ কিলোলিটার ও কেরোসিন ২২,৭৩৫.০৭ কিলোলিটার বিক্রয় করা হয়। তাছাড়া, কৈলাশটিলা এমএসটিই প্লান্টে উৎপাদিত ২২,১১০.০০ কিলোলিটার এনজিএল আরপিজিসিএল-এর নিকট বিক্রয় করা হয়।

৪.০ আর্থিক পর্যালোচনা

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কোম্পানির আর্থিক কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপস্থাপন করছি:

৪.১ বিক্রয়লব্ধ আয়

আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির গ্যাস, কনডেনসেট, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ও এনজিএল বিক্রয়ের একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলো:

গ্যাস: এমএমসিএফ
উপজাত দ্রব্য: কিলোলিটার

পণ্য	২০১৯-২০২০			২০১৮-২০১৯		
	বিক্রয়ের পরিমাণ	আয়ের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আয়ের হার (%)	বিক্রয়ের পরিমাণ	আয়ের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আয়ের হার (%)
গ্যাস	৪১,৮৯১.২৬	১৩৬.০৪	৮.৩২	৪৫,৮৫১.২১৮	১৮৫.০৬	১১.৪৯
কনডেনসেট	২৫,৯১৫.৫৫	১৪৯৯.৯৩	৯১.৬৮	২৫,০২০.৭০	১৪২৫.৭৮	৮৮.৫১
পেট্রোল	১৭৯,১১৬.২৬			১৬৩,৯৪৬.৪০		
ডিজেল	১৯,৫১৬.৬৮			২০,৪৩০.৭৭		
কেরোসিন	২২,৭৩৫.০৭			২২,০৮৯.৮৭		
এনজিএল	২২,১১০.০০			২৭,৩০৫.০০		
মোট আয়:		১৬৩৫.৯৭	১০০		১৬১০.৮৪	১০০

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সর্বমোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ ১৬৩৫.৯৭ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২৫.১৩ কোটি টাকা বা শতকরা ১.৫৬ ভাগ বেশি।

৪.২ উৎপাদন সহায়ক ব্যয়

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৩১.১১ কোটি টাকা উৎপাদন সহায়ক ব্যয় বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয় ৯৩.৮৭ কোটি টাকা, যা বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ৩৭.২৪ কোটি টাকা বা শতকরা ২৮.৪০ ভাগ কম। এ অর্থবছরে বেতন-ভাতাদি খাতে ৭.৬৭ কোটি টাকা ও প্রসেস প্লান্টের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ১৫.৪৮ কোটি টাকা কম হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন উপখাতে অত্যাবশ্যকীয় নয়, এমন ব্যয় না হওয়ায় আরও ১৪.০৯ কোটি টাকা ব্যয়হ্রাস পেয়েছে।

৪.৩ পরিচালনা ব্যয়

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পরিচালনা ব্যয় খাতে বাজেটে প্রাক্কলন ছিল ১০০৭.৫৮ কোটি টাকা এবং প্রকৃত পরিচালনা ব্যয় হয়েছে ৯৬৯.৪৭ কোটি টাকা, যা বাজেট প্রাক্কলনের তুলনায় শতকরা ৩.৭৮ ভাগ কম। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বেতন-ভাতাদি খাতে ৭.৬৭ কোটি টাকা, প্লান্টের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কম প্রয়োজন হওয়ায় ১৫.৪৮ কোটি টাকা, বিভিন্ন উপখাতে আরো ১৪.০৯ কোটি টাকা, স্থায়ী সম্পদ খাতে বাজেট অনুযায়ী সম্পদ সংযোজিত না হওয়ায় অবচয় খাতে ৫.৫৯ কোটি টাকা, ডিপ্লিশন খাতে ২.৩২ কোটি টাকা এবং আরসিএফপি ও ৪০০০ ব্যারেল সিএফপি'র উৎপাদিত পণ্যাদির পরিবহনজনিত বিক্রয় ব্যয় ১৩.৩৩ কোটি টাকা বাজেটের তুলনায় কম হয়েছে। অপরদিকে, আরসিএফপি ও ৪০০০ ব্যারেল সিএফপি-এর জন্য কনডেনসেট ক্রয় খাতে ১৭.১৮ কোটি টাকা ব্যয় বাজেটের তুলনায় বেশি হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, মজুদ সমন্বয় খাতে বাজেটের তুলনায় ৩.১৯ কোটি টাকা ব্যয় বেশি হয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পরিচালনা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৮৫৯.৮৮ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে পরিচালনা খাতে প্রকৃত ব্যয় ৯৬৯.৪৭ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১০৯.৫৯ কোটি টাকা বা শতকরা ১২.৭৪ ভাগ বেশি। রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট ও ৪০০০ বিপিডি সিএফপি-তে বিগত বছরের তুলনায় বেশি পরিমাণ কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণ করায় কনডেনসেট ক্রয় বাবদ ৭২.৪৮ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও, পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অবচয় বাবদ ৩২.৫৭ কোটি টাকা, বিক্রয় ব্যয় বাবদ ১১.৬৩ কোটি টাকা এবং পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদির মজুদ সমন্বয় (আরসিএফপি ব্যতীত) বাবদ ৫.৭৫ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে, বেতন-ভাতাদি বাবদ ৩.৪৮ কোটি টাকা, প্লান্ট রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ৭.২২ কোটি টাকা, ডিপ্লিশন বাবদ ০.৮৩ কোটি টাকা এবং স্টেশনারি, ভ্রমণ, প্রশিক্ষণ, বীমা, জ্বালানি, যানবাহন ভাড়া, ঠিকাদার শ্রমিক, নিরাপত্তা ব্যয়সহ বিভিন্ন উপখাতে ১.৩১ কোটি টাকা ব্যয়হ্রাস পেয়েছে।

৪.৪ মুনাফা

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গ্যাস, কনডেনসেট ও বিভাজিত পণ্যাদির বিক্রয়লব্ধ আয় এবং অন্যান্য আয়ের সাথে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আয়ের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরূপ:

পণ্য	২০১৯-২০২০		২০১৮-২০১৯	
	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)
গ্যাস	১৩৬.০৪	৭.৪৫	১৮৫.০৬	১০.৭৬
সহজাত দ্রব্য ও বিভাজিত পণ্য	১,৪৯৯.৯৩	৮২.১২	১৪২৫.৭৮	৮২.৮৮
সুদসহ অন্যান্য আয়	১৯০.৫২	১০.৪৩	১০৯.৪৩	৬.৩৬
মোট:	১,৮২৬.৪৯	১০০.০০	১,৭২০.২৭	১০০.০০

উল্লিখিত আয় হতে গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম পণ্যাদির ওপর ভ্যাট, পরিচালন ও অন্যান্য ব্যয়সহ মোট রাজস্ব ব্যয় ১,৩১০.৫৯ কোটি টাকা বাদ দেয়ার পর এ অর্থবছরে কোম্পানি মোট ৫১৫.৯০ কোটি টাকা করপূর্ব মুনাফা অর্জন করেছে, যা গত অর্থবছরের তুলনায় ২৯.৮১ কোটি টাকা বা শতকরা ৬.১৩ ভাগ বেশি।

৪.৫ আর্থিক সূচকসমূহ

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতের গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চসীমা ৬০:৪০ এর বিপরীতে এ অর্থবছর শেষে অনুপাত ১৮.৭৩ : ৮১.২৭ এ দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১৮.৯৩ : ৮১.০৭। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সিলেট কূপ নং-৯ প্রকল্পের বিপরীতে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে ২৬.২৫ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয় এবং অন্যান্য প্রকল্পে ব্যবহৃত জিডিএফ ও স্থানীয় ঋণ বাবদ ২২.৬৬ কোটি টাকা ঋণ পরিশোধ করা হয়। ফলে, ঋণের নিট প্রবৃদ্ধি ৩.৫৯ কোটি টাকা। ঋণ প্রবৃদ্ধির পরিমাণ অল্প হওয়ায় এবং ইক্যুইটি খাতে রেভিনিউ রিজার্ভ বৃদ্ধি পাওয়ায় এ অনুপাতে ঋণের হার হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, নিট গড় স্থায়ী সম্পদের ওপর রিটার্ন দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪৮.৩৮ ভাগ, যা গত অর্থবছরে ছিল শতকরা ৫৫.০৬ ভাগ। কোম্পানির অধীক্ষেত্রাধীন কূপসমূহ হতে গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম পণ্যাদির উৎপাদন ও বিক্রয় হ্রাস, রশিদপুর ৪০০০ ব্যারেল কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টসহ কতিপয় নতুন সম্পদ চলতি বছরে মূলধনায়ন হওয়ায় সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় নিট গড় স্থায়ী সম্পদের ওপর রিটার্ন অর্জনের হার হ্রাস পেয়েছে। তথাপি, উল্লিখিত সূচকসমূহের মাধ্যমে কোম্পানির দৃঢ় আর্থিক ভিত্তি প্রতিফলিত হচ্ছে।

৫.০ সরকারি কোষাগারে জমা

কোম্পানি এ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সরকারি কোষাগারে মোট ৫৯১.৯৯ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে, যা কোম্পানির বিক্রয়লব্ধ আয়ের শতকরা ৩৬.১৯ ভাগ। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এ খাতে সর্বমোট প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ৬৮৬.৫৭ কোটি টাকা। গ্যাস খাতে সম্পূরক শুল্ক মওকুফ করায় এবং আয়করের ক্ষেত্রে সমন্বয় থাকায় বিগত অর্থবছরের তুলনায় রাজস্ব পরিশোধের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। এ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সরকারি কোষাগারে খাতওয়ারী পরিশোধের পরিমাণ নিম্নরূপ:

খাত	২০১৯-২০২০		২০১৮-২০১৯	
	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)
সম্পূরক শুল্ক ও মূসক	২৭৩.২২	৪৬.১৫	৪১০.৩৩	৫৯.৭৭
আয়কর	১২৭.২৯	২১.৫০	৯৯.৪৯	১৪.৪৯
লভ্যাংশ	১৭৫.০০	২৯.৫৬	১৭০.০০	২৪.৭৬
ডিএসএল	১৬.৪৮	২.৭৮	৬.৭৫	০.৯৮
মোট:	৫৯১.৯৯	১০০.০০	৬৮৬.৫৭	১০০

৬.০ দেনা-পাওনা

৩০ জুন ২০২০ তারিখে কোম্পানির গ্যাস এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের একাউন্টস্ রিসিভেবল-এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৫২.৩৯ কোটি টাকা, যা গড়ে ৫.১৮ মাসের পাওনার সমপরিমাণ। বিপিসি'র অধীনস্থ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এবং মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড-এর নিকট পেট্রোলিয়াম পণ্য বিক্রয়ের বিল জানুয়ারি ২০১৫ হতে বিপিসি কর্তৃক সরাসরি এসজিএফএল-কে পরিশোধ শুরু করার পর হতে বকেয়া পাওনার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরে একাউন্টস্ রিসিভেবল-এর পরিমাণ ছিল ৯০৭.৭২ কোটি টাকা, যা ৭.৩০ মাসের গড় পাওনার সমপরিমাণ।

৩০ জুন ২০২০ তারিখে গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহের নিকট কোম্পানির পাওনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৫.২০ কোটি টাকা, যা গড়ে ৩.১৩ মাসের পাওনার সমপরিমাণ। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ২৬.৮৪ কোটি টাকা, যা ১.৭৫ মাসের গড় পাওনার সমপরিমাণ। অপরদিকে, এসডি ও ভ্যাটের বিপরীতে সরকারি রাজস্ব বাবদ এ সময়ে কোম্পানির আর্থিক দায়-এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০.০১ কোটি টাকা, যা গড়ে ১.৫৬ মাসের দেনার সমপরিমাণ এবং কোম্পানির রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের জন্য কনডেনসেট ক্রয় ও এসজিএফএল-এর মাধ্যমে বেসরকারি কোম্পানির নিকট বিক্রয়কৃত পেট্রোবাংলার কনডেনসেটের বিপরীতে পেট্রোবাংলার নিকট দেনার পরিমাণ ৬০৮.৭৬ কোটি টাকা, যা গড়ে ৭.০০ মাসের দেনার সমপরিমাণ। পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৫০৯.০০ কোটি টাকা। জিডিএফ খাতে এ যাবৎ প্রাপ্ত ঋণের অর্থের পরিমাণ ৭৫৩.০৯ কোটি টাকা; আগস্ট ২০১৯ মাসে কেলাশটিলা-৯ প্রকল্পের জন্য গৃহীত সর্বমোট ঋণ ১২.৫২ কোটি টাকা পেট্রোবাংলাকে ফেরত প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে, জিডিএফ ফান্ড হতে কৈলাশটিলা-৭ কূপের প্রাপ্ত গ্যাস বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক না হওয়ায় এবং রশিদপুর-১০ ও ১২ তে কোন গ্যাস না পাওয়ায় প্রকল্পসমূহের বিপরীতে গৃহীত ঋণ অনুদান হিসেবে বিবেচনা করার জন্য পেট্রোবাংলায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৭.০ মূলধন কাঠামো

৭.১ অনুমোদিত মূলধন

কোম্পানির বর্তমান অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা, যা প্রতিটি ১০০.০০ টাকা মূল্যমানের ৫ কোটি সাধারণ শেয়ারে বিভাজন করা হয়েছে।

৭.২ পরিশোধিত মূলধন

এ অর্থবছরে কোম্পানির মোট পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৮.৪৩ কোটি টাকা।

৭.৩ লভ্যাংশ

সরকার/পেট্রোবাংলা ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এসজিএফএল-এর ওপর ১৭৫.০০ কোটি টাকা লভ্যাংশ ধার্য করে, যা এসজিএফএল-এর পরিশোধিত মূলধনের শতকরা ১৯৭.৮৯ ভাগ। ধার্যকৃত লভ্যাংশ ইতোমধ্যে অগ্রিম হিসেবে পরিশোধ করা হয়েছে।

৮.০ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

দেশে ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কোম্পানির উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধিকল্পে বর্তমানে নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে:

৮.১ চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

(ক) পেট্রোলকে অকটেন-এ রূপান্তরের জন্য রশিদপুরে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট (CRU) স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত):

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৪৯৭৯৮.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্চ, ২০১২ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদকালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির কার্যক্রম চলমান আছে। কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবজনিত কারণে যথাসময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে স্থাপিত প্লান্টের মাধ্যমে পেট্রোলকে ক্যাটালাইটিক রিফর্ম করে দৈনিক প্রায় ২৭১০ ব্যারেল অকটেন এবং ২৫.৬৮ মেট্রিক টন এলপিজি উৎপাদন সম্ভব হবে। প্রকল্পের শুরু হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৬৭৪৬.৯০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৮২.৩২%।

(খ) সিলেট-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন) খনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত):

জিডিএফ অর্থায়নে মোট ১৭১২৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডিসেম্বর ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কম-বেশী ৭ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এবং পরবর্তীতে দৈনিক ১৮৮ ব্যারেল হারে অপরিশোধিত তেল উৎপাদন করা সম্ভব হবে। জুন, ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৭০২.৯১ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৪৪.১২%।

৮.২ প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

আলোচ্য ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) কৈলাশটিলা স্ট্রাকচারে প্রায় ২৫০০ (±৫০) মিটার গভীরতায় গ্যাস কূপ হিসেবে একটি অনুসন্ধান কূপ (কৈলাশটিলা-৮) খনন করা;

(খ) গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট স্ট্রাকচারে ৩২২০ মিটার গভীরতায় গ্যাস কূপ হিসেবে একটি অনুসন্ধান কূপ (সিলেট-১০) খনন করা;

(গ) ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে সিলেট-৮, বিয়ানীবাজার-১ এবং কৈলাশটিলা-৭ নং কূপ হতে গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা;

(ঘ) বিয়ানীবাজার ফিল্ডের গ্যাস রিজার্ভ ও রিসোর্স মূল্যায়নের লক্ষ্যে বিয়ানীবাজার ফিল্ডে ১৯১ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ৩ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনা করা;

(ঙ) ভবিষ্যৎ গ্যাস চাহিদা মেটাতে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করার লক্ষ্যে এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার ৩ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনা করা;

(চ) রশিদপুর-৯ নং কূপ হতে প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ এবং

(ছ) হরিপুর গ্যাস ক্ষেত্রে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা-সম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন।

উপরিউক্ত ৭টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের প্রস্তাব পেট্রোবাংলা/মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৯.০ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ভবিষ্যতে দেশের জ্বালানি সংকট নিরসন এবং কোম্পানির উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে নিম্নবর্ণিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে:

৯.১ স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২০-২০২১ থেকে ২০২১-২০২২)

- রশিদপুর-১১ কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
- সিলেট-১১ নং কূপ (অনুসন্ধান তেল কূপ) খনন;
- [illegible]

৯.২ মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২২-২০২৩ থেকে ২০২৩-২০২৪)

- কৈলাশটিলা এমএসটিই প্লান্টের জন্য বুস্টার কম্প্রেসর ক্রয় ও স্থাপন;
- বিয়ানীবাজার ফিল্ডে ১টি মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন;

- এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় পরিচালিত ৩ডি সাইসমিক জরিপ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ২টি অনুসন্ধান কূপ খনন;
- এ্যাকরেজ ব্লক-১২ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদন।

৯.৩ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২৪-২০২৫ থেকে ২০২৯-২০৩০)

- কৈলাশটিলা-৪ ও রশিদপুর-৩ নং কূপ ওয়ার্কওভার;
- এ্যাকরেজ ব্লক-১২ এর অবমুক্ত এলাকায় পরিচালিত ৩ডি সাইসমিক জরিপ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ২টি অনুসন্ধান কূপ খনন।

১০.০ পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা

উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের প্রতি কোম্পানি সর্বদা গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। কোম্পানির বিভিন্ন ফিল্ড ও স্থাপনা হতে গ্যাস, কনডেনসেট, পেট্রোল/অকটেন, কেরোসিন, ডিজেল ও এনজিএল উৎপাদনের সময় যথাযথ নিরাপদ কর্মপরিবেশ বিধিমালা মেনে চলা হয়। ভবিষ্যতে কোম্পানির উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:

১০.১ পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিবেশগত বিধি-বিধান মেনে কোম্পানির সকল ফিল্ড ও স্থাপনাসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিবেশ-বান্ধব উপায়ে কূপ হতে উৎপাদিত পানি এপিআই সেপারেটরের মাধ্যমে নিয়মিত নিষ্কাশন, কূপ/প্রসেস প্লান্ট/অফিস/আবাসিক এলাকার আগাছা নিয়মিত কেটে পরিষ্কার রাখা, সকল আবর্জনা ও ক্লিনিক্যাল বর্জ্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট গর্তে ফেলে পুড়িয়ে নিঃশেষ করা হয়। প্লান্ট এলাকার সকল ড্রেন, স্কিম পিট ও বিভিন্ন স্কীডসমূহ পরিষ্কার, সেলারসমূহের পানি পাম্পের মাধ্যমে অপসারণ, জেনারেটর/কম্প্রেসর/গাড়ীতে ব্যবহৃত পোড়া মবিল ষ্টীল ড্রামে এবং ব্যবহৃত মবিল ফিল্টারসমূহ যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা হয়। কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন ফিল্ডসমূহ হতে উৎপাদিত গ্যাস ও কনডেনসেটের সাথে তৈলাক্ত গাঁদ ও লবণাক্ত পানি সঠিকভাবে পরিশোধন করে ডিসচার্জ করার জন্য প্রতিটি ফিল্ড/স্থাপনায় একটি করে Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনের লক্ষ্যে এসজিএফএল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

১০.২ নিরাপদ কর্মপরিবেশ/সেইফটি

কোম্পানির সকল প্রকার রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment, PPE) ব্যবহার করা হয় এবং প্লান্ট অপারেশনের দৈনন্দিন কাজে সকল প্লান্টসমূহে পিপিই ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্লান্টে কর্মরতদের এবং আগত ভিজিটরদের মাঝে পিপিই ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি ফিল্ড/স্থাপনার গেট-সংলগ্ন স্থানে, অফিসে এবং প্লান্টের ভিতরে পিপিই ব্যবহার সংক্রান্ত সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। ৬টি স্থাপনার প্রসেস প্লান্টের কন্ট্রোল রুমে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ফার্স্ট এইড বক্স রাখা আছে। কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনার Jockey Pump, Fire Fighting Pump, Water & Foam Deluge System, Fire Hydrant, All type of Detectors, Insulation, Threaded Joint, Flanged Joint, Pipe Fittings, ভালভ, বৈদ্যুতিক ক্যাবল জয়েন্ট ও টার্মিনাল ইত্যাদির কার্যকারিতা নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়।

১০.৩ অগ্নিনির্বাপণ ও দুর্যোগ মোকাবেলা

গ্যাস উৎপাদনে সার্বক্ষণিক সচল থাকা ফিল্ডসমূহে বিদ্যমান বিভিন্ন পদ্ধতির অগ্নিনির্বাপণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় প্রত্যেক স্থাপনায় ফায়ার হাইড্রেন্ট লাইন কার্যকর রাখাসহ গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর স্থানসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফায়ার এক্সটিংগুইসার সংরক্ষিত আছে। কোম্পানির সকল ফিল্ড/স্থাপনায় পর্যাপ্ত সংখ্যক ফায়ার এক্সটিংগুইসার রয়েছে এবং নিয়মিত রিফিল করে রিফিলযোগ্য ফায়ার এক্সটিংগুইসারসমূহ কার্যকর রাখা হচ্ছে। এছাড়া, প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ব্যবহারের জন্য কোম্পানির নিজস্ব ২টি ফায়ার ট্রাক সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখা হয়েছে। বিগত অর্থবছরে কোম্পানির ফিল্ড/স্থাপনায় কোন দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়নি এবং উৎপাদন নির্বিঘ্ন ছিল। ভূমিকম্প, অগ্নি-দুর্ঘটনা ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে জনবলকে প্রশিক্ষিত করতে ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স এর

সহযোগিতায় প্রতিবছর কোম্পানির সকল ফিল্ডে প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত অগ্নিনির্বাপণ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এ ধারাবাহিকতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স এর তত্ত্বাবধানে এবং পরিকল্পনা ডিপার্টমেন্টের এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেইফটি শাখার মাধ্যমে কোম্পানির স্থাপনাসমূহে ভূমিকম্প, অগ্নি-দুর্ঘটনা ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের তথ্য নিম্নরূপ:

স্থাপনা/ফিল্ড	প্রশিক্ষণের সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
সিলেট (হরিপুর) ও প্রধান কার্যালয়	১৯/০৮/২০১৯-২০/০৮/২০১৯	৪০
কৈলাশটিলা, এমএসটিই ও বিয়ানীবাজার	২১/০৮/২০১৯-২২/০৮/২০১৯	৪০
রশিদপুর, আরসিএফপি, ৪০০০ বিপিডি সিএফপি ও ৩০০০ বিপিডি সিআরইউ	২৪/০৮/২০১৯-২৫/০৮/২০১৯	৪০
সর্বমোট:		**১২০**

১১.০ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প-২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় পেট্রোবাংলার সাথে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে শুরু করে প্রতি অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়ে আসছে। উক্ত চুক্তিতে এসজিএফএল-এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র যথা- সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। এসজিএফএল-এর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবং কার্যাবলি (Functions)-তে সম্মত হয়ে উভয়পক্ষ (পেট্রোবাংলা ও এসজিএফএল) এপিএ স্বাক্ষর করে থাকে। প্রতি অর্থবছরের শুরুতে এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া, প্রতি অর্থবছরে মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং বাৎসরিক মুল্যায়ন প্রতিবেদনের মাধ্যমে এপিএ চুক্তিপত্রে অঙ্গীকারাবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কোম্পানির কর্মকাণ্ড ও অগ্রগতির কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার কার্যক্রমসমূহ, বাধ্যতামূলক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারিত ছক অনুযায়ী পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার কার্যক্রম এবং বাধ্যতামূলক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ শতভাগ অর্জনের দিকে এসজিএফএল ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। উক্ত অর্থবছরগুলোতে নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে এসজিএফএল-এর অর্জন নিম্নরূপ:

ক্রমিক	অর্থবছর	কর্মসম্পাদন সূচকের পূর্ণমান	প্রকৃত অর্জন
১.	২০১৪-২০১৫	১০০	৮৭.৬
২.	২০১৫-২০১৬	১০০	৯০.২
৩.	২০১৬-২০১৭	১০০	৯৭.৩
৪.	২০১৭-২০১৮	১০০	৯০.০
৫.	২০১৮-২০১৯	১০০	৯৫.৭
৬.	২০১৯-২০২০	১০০	৯৫.৭

১২.০ উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা

জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা, গুণগত পরিবর্তন ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ 'উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০১৫' প্রকাশ করে। সে অনুযায়ী কম সময়ে (টাইম-টি), কম খরচে (কস্ট-সি) ও কম যাতায়াতে (ভিজিট-ভি) জনপ্রশাসনের সেবাকে সহজীকরণ তথা গুণগত পরিবর্তন (কোয়ালিটি-কিউ) করাই (সংক্ষেপে টিসিভিকিউ) উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

আলোচ্য 'উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০১৫' এর ওপর ভিত্তি করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং পেট্রোবাংলার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড এর কাজের গতিশীলতা, গুণগত পরিবর্তন ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে কোম্পানিতে একটি ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়। উক্ত ইনোভেশন টিমের প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানিতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সংশ্লিষ্ট একটি ক্ষেত্রে (সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ) একটি উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সময়ে একজন শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবককে পুরষ্কৃত করা হয়েছে। উদ্ভাবন সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কর্মশালায় কোম্পানির ১৩ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৩.০ স্বাস্থ্যসেবা

গ্যাস উৎপাদন ও কনডেনসেট প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কর্মরতদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রধান কার্যালয়সহ উৎপাদনশীল ফিল্ড/স্থাপনায় মেডিকেল সেন্টার সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। নিয়োজিত চিকিৎসকগণের মাধ্যমে কোম্পানির মেডিকেল সুবিধার আওতায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ তাদের পরিবার এবং নির্ভরশীলদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।

১৪.০ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

কোম্পানির প্রধান কার্যালয়সহ ফিল্ড/স্থাপনাসমূহ সরকারের সর্বোচ্চ সংরক্ষিত স্থাপনা কেপিআই গ্রেড-১ ভুক্ত স্থাপনা। কেপিআই-সমূহের জন্য প্রযোজ্য নিরাপত্তা বিধিমালা কোম্পানিতে যথাযথভাবে মেনে চলা হয়। কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ও ফিল্ড/স্থাপনাদির সারফেইস নিরাপত্তা সুরক্ষার জন্য আনসার সদস্য ও কোম্পানির নিজস্ব নিরাপত্তা জনবলকে সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিয়োজিত রাখা হয়। এছাড়া, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি ঝুঁকিপূর্ণ হলে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা নেয়া হয়। নিরাপত্তা কমিটির মাধ্যমে নিয়মিত নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা করার জন্য সভা করা হয় এবং পরামর্শ মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হয়। রাত্রিকালীন ডিউটিতে সশস্ত্র টহল ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্ট্রীট/ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা রয়েছে। কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ও সকল ফিল্ড/স্থাপনার প্রধান ফটকে নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি যথা– ভেহিকল সার্চ মিরর, মেটাল ডিটেক্টর এর ব্যবহারসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সিসিটিভি ক্যামেরা অপারেশনে রয়েছে। এছাড়া, হরিপুর ও কৈলাশটিলা এমএসটিই প্লান্টের প্রবেশদ্বারে সিকিউরিটি আর্চওয়ে স্থাপন করা হয়েছে।

১৫.০ জনবল

কোম্পানির বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে ৪২৭ জন কর্মকর্তা ও ৫১৩ জন কর্মচারী সমন্বয়ে মোট ৯৪০ জনবলের সংস্থান রয়েছে। ৩০ জুন ২০২০ তারিখের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২৬৫ জন কর্মকর্তা ও ২৯১ জন কর্মচারীসহ মোট ৫৫৬ জনবল কর্মরত ছিল। উল্লেখ্য যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৩ জন কর্মকর্তা ও ৭ জন কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেন এবং ৮ জন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করেন। কোম্পানিতে বিদ্যমান জনবল সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে প্রশাসন, কারিগরী ও হিসাব ক্যাডারে সহকারী ব্যবস্থাপক, সহকারী কর্মকর্তা ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীর ১০৪টি পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

১৬.০ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতির বিষয়ে কোম্পানি প্রান্তে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি প্রতি তিন মাস অন্তর নৈতিকতা, সচেতনতা, শুদ্ধাচার কৌশল ও ই-ফাইলিং, ই-টেন্ডারিং, ই-প্রকিউরমেন্ট তথা ই-গভর্ন্যান্স, উদ্ভাবনী উদ্যোগ, পরিবীক্ষণ ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা ও বাস্তবায়নের জন্য সভায় মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এছাড়া, উক্ত কমিটি কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন ফিল্ড/স্থাপনার কর্মকর্তা/কর্মচারিদের মাঝে এ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি ফিল্ডে কর্মশালার আয়োজন করছে।

১৭.০ জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সকল দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তন্মধ্যে ৯ই আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে শেল অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর নিকট হতে দেশের ৫টি বৃহৎ গ্যাস ক্ষেত্র ক্রয়ের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর দেশীয় মালিকানার ভিত্তি রচিত হয়। জাতির পিতার উক্ত যুগান্তকারী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে প্রতি

বছর ৯ আগস্ট জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। এ ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালেও অন্যান্য বছরের ন্যায় জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়। এ উপলক্ষে সিলেট জেলা প্রশাসনের উপস্থিতিতে কোম্পানির কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের অংশগ্রহণে আলোচনা সভা, জ্বালানি নিরাপত্তায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট শহরসহ এসজিএফএল ও জালালাবাদ অধিভুক্ত এলাকায় বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করা হয়। প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়াতেও বিষয়টি প্রচার করা হয়।

১৮.০ মানব-সম্পদ উন্নয়ন

কোম্পানির জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পেশাগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২,৮০,০০,০০০.০০ (দুই কোটি আশি লক্ষ) টাকা। স্বদেশ প্রশিক্ষণ খাতে ১৭,৩৯,৩২৮.০০ টাকা ও বিদেশ প্রশিক্ষণ খাতে ৬২,২৯,৭৪৫.০০ টাকা সহ মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৭৯,৬৯,০৭৩.০০ (উনআশি লক্ষ উনসত্তর হাজার তিয়াত্তর) টাকা।

১৮.১ স্থানীয় প্রশিক্ষণ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কোম্পানির ২৪০ জন কর্মকর্তা ও ১৭৫ জন কর্মচারী স্থানীয় প্রশিক্ষণ/ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপে (৩৭টি কর্মসূচী) অংশগ্রহণ করেন।

১৮.২ বিদেশ প্রশিক্ষণ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কোম্পানির ১৩ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ/সেমিনার/পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, মন্ত্রণালয় এবং পেট্রোবাংলা হতে মোট ০২ জন কর্মকর্তা কোম্পানির খরচে একটি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

১৯.০ শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কোম্পানির কর্মপরিবেশ সন্তোষজনক ছিল। উদ্ভূত সমস্যাসমূহ দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হয়েছে।

২০.০ কল্যাণমূলক কার্যক্রম

২০.১ শিক্ষাবৃত্তি

কোম্পানির শিক্ষাবৃত্তি স্কীমের আওতায় ২০১৯ সালে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোম্পানিতে চাকুরীরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের মাসিক বৃত্তি এবং এককালীন পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং মাসিক বৃত্তি বা এককালীন পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা নিম্নের ছকে উলেখ করা হলো:

পরীক্ষার নাম	এককালীন পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	মাসিক বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ও সমমান	২৭জন	৩৭ জন
জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা ও সমমান	৯ জন	২৪জন
এসএসসি ও সমমান	১১জন	২৪ জন
এইচএসসি ও সমমান	৫ জন	৩১ জন
স্নাতক/স্নাতক (সম্মান)/বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং	১২ জন	-

কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানদেরকে শিক্ষা খাত হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ২২,৫২,১৬৬.০০ (বাইশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার একশত ছেষট্টি) টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

২০.২ প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর)

(ক) কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে ১৭ই মার্চ, ২০২০ হতে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় "প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা" নীতিমালার আওতায় মেধাবিকাশের লক্ষ্যে কোম্পানির ফিল্ড/স্থাপনা সংশ্লিষ্ট ৪টি উপজেলার প্রতিটিতে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সরকারি বৃত্তির জন্য নির্বাচিতদের তালিকা বহির্ভূত গরীব ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে এককালীন বৃত্তি প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

(খ) সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় এ অর্থবছরে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন অঙ্কের অনুদান প্রদান করা হয়। এ খাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৬০,০০০,০০.০০ (ষাট লক্ষ) টাকা। অনুদান প্রদানের পরিমাণ ছিল ৬৩,৩৯,০৮০.০০ (তেষট্টি লক্ষ ঊনচলিশ হাজার আশি) টাকা।

২০.৩ সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড

প্রতি বছরের ন্যায় এ অর্থবছরেও কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বিনোদন কার্যক্রমের আওতায় বার্ষিক ক্রীড়া, বনভোজন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন ধর্মীয় দিবসে মিলাদ মাহফিল, পবিত্র রমজান মাসে ইফতার মাহফিল এবং যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে জাতীয় দিবসসমূহ যেমন- মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, মহান বিজয় দিবস, জাতীয় শোক দিবস এবং বাংলা নববর্ষ পালন করা হয়েছে।

২১.০ মুজিব শতবর্ষ উদযাপন

বাঙ্গালির অবিসংবাদিত নেতা, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্তমানবতার কল্যাণে ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এসকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বাঙ্গালি জাতির কাঙ্খিত মাহেন্দ্রক্ষণ গণনার নিমিত্ত এসজিএফএল-এর প্রতিটি স্থাপনায় কাউন্ট-ডাউন ঘড়ি স্থাপনপূর্বক রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের সাথে সঙ্গতি রেখে মুজিব শতবর্ষ উদযাপনের শুভ সূচনা করা হয়। এ উপলক্ষে কোম্পানির স্থাপনাসমূহের মসজিদে দোয়া মহফিল ও বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়েছে। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে এসজিএফএল গরীব-দুস্থ ও বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে। কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনায় ব্যানার, ফেস্টুন স্থাপনসহ ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে পর্যাপ্ত সংখ্যক ফলজ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে মুজিব কর্ণার স্থাপন করে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বই, জীবনীগ্রন্থ সংরক্ষণ এবং প্রদর্শন করা হচ্ছে। এছাড়া, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে আলোচনা অনুষ্ঠান এবং জাতির পিতার জীবনীর উপর কী-নোট পেপার উপস্থাপন ও বিতরণ করা হয়। কোম্পানির ওয়েবসাইটে মুজিববর্ষ উপলক্ষে একটি ওয়েবকর্ণার সংযোজন করা হয়েছে। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে দেশের জালানি নিরাপত্তা ও খনিজ অনুসন্ধানের নিমিত্ত দেশে প্রথমবারের মত ৮ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকাব্যপী ৩-ডি জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২২.০ চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাব্য উত্তরণ

দীর্ঘ প্রায় ছয় দশক ধরে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর গ্যাস ফিল্ডগুলো হতে গ্যাস উৎপাদন অব্যাহত থাকায় এবং উল্লেখযোগ্য নতুন কোনো ফিল্ড আবিষ্কৃত না হওয়ায় উত্তোলনযোগ্য মজুদ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ১৫/১৬ বছর পূর্বে যেখানে এসজিএফএল-এর দৈনিক গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা ২১০-২২০ মিলিয়ন ঘনফুটের অধিক ছিল সেখানে বর্তমানে তা দৈনিক কম-বেশী ১০০ মিলিয়ন ঘনফুটের নীচে নেমে এসেছে। এছাড়া, মাননীয় হাইকোর্টের রায়ের ভিত্তিতে আবশ্যিকভাবে বিএসটিআই মানমাত্রার পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহের জন্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে ০১-০৯-২০২০ তারিখ হতে বিপিসির আওতাধীন তেল বিপণন কোম্পানিসমূহ এসজিএফএল-এর ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টসমূহ হতে তেল উত্তোলন বন্ধ রাখে, যা অদ্যাবধি অব্যাহত আছে। ফলশ্রুতিতে, এসজিএফএল-এর আয়ের অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টসমূহ ০১-০৯-২০২০ তারিখ থেকে বন্ধ আছে। এ পরিস্থিতিতে দেশের প্রাচীনতম গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি এসজিএফএল-এর উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি করা ও বন্ধ ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টসমূহ পুনরায় উৎপাদনে এনে বিএসটিআই মানমাত্রার পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন/সরবরাহের জন্য "পেট্রোলকে অকটেন-এ রূপান্তরের জন্য রশিদপুরে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট (CRU) স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা এবং নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, দেশের প্রাচীনতম গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড বিগত কয়েক বছর যাবত পর পর দেশের অন্যতম প্রধান ভ্যাট ও আয়কর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা অর্জন করে আসছে। গ্যাস উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান ধারার মোকাবেলা এবং বিএসটিআই মানমাত্রার পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন নিশ্চিত করে বন্ধ ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টসমূহ পুনরায় উৎপাদনে আনা কোম্পানির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। আমরা আশাবাদী নীতিনির্ধারণী স্তরের দূরদর্শী উদ্যোগ ও নির্দেশনায় কোম্পানির দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও মেধাসম্পন্ন জনবল নিজ নিজ কর্মপ্রচেষ্টার সম্মিলন ঘটিয়ে এ ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের বর্তমান উৎপাদন অধোগতি/প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

কোম্পানির মুনাফা অর্জনের ধারা, রাষ্ট্রীয় কোষাগারে কোম্পানির অবদান ও সন্তোষজনক কর্মপরিবেশের জন্য কোম্পানির সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে পরিচালক-পর্ষদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। সে সাথে কোম্পানি পরিচালনায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, পেট্রোবাংলা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং স্থানীয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সার্বিক সহযোগিতার জন্য পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি কোম্পানি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ওপর পূর্ণ আস্থা ব্যক্ত করে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিতির জন্য সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমি সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড এর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের পরিচালনা পর্ষদের এ প্রতিবেদন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের বিবেচনা, অনুমোদন ও গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করছি।

সকলকে ধন্যবাদ।
আলাহ্ হাফেজ।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে

(মোঃ আবুল মনসুর)
চেয়ারম্যান